কালের কণ্ঠ

তারিখ 29 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা বেকারত্ব বাড়াচ্ছে

আবুল কাশেম ▷

মেধার পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর অনেক শিক্ষার্থীকেই গ্রাস করে নতুন দুশ্চিন্তা—পাস করে চাকরি জুটবে তো? কারণ বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ পাওয়ার আশায় তারা এমন অনেক বিষয়ে ভর্তি হয়, চাকরির বাজারে যেগুলো নিষ্ফলা হিসেবে পরিচিত। সংস্কৃত, পালি, উর্দুর মতো বিষয়ে পাস করা শিক্ষার্থীরা চাকরির বেলায় অন্য বিষয় নিয়ে পাস করা সহপাঠীদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ছে। খেয়ে না খেয়ে পে অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফটের টাকা জোগাড় করে চাকরির আবেদন করলেও বেশির ভাগ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানই তাদের ইন্টারভিউ কার্ড পাঠায় না। ব্যাংক ড্রাফট ও পে অর্ডারের পাশাপাশি চাকরির পরীক্ষা দিতে দৌড়ঝাঁপের পেছনে খরচের জন্য তাদের পরিবারের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। এভাবে পরিবারের সহায় হওয়ার বদলে বেকারত্বের দুষ্টচক্রে বাধা পড়ে একপর্যায়ে বোঝা হয়ে ওঠে তারা।

বেসরকারি খাতের চাহিদা অনুযায়ী বিভাগ খোলার সুপারিশ

■

ব্যাংক ড্রাফট, পে অর্ডারের চাপে কাহিল বেকাররা

দেশে ক্রমবর্ধমান বেসরকারি খাতে যে ধরনের কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তার পর্যাপ্ত জোগান দিতে পারে না। তাই এসব খাতে নিয়োগকর্তারা অনেক বিদেশি কর্মী নিয়োগ দেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পরিসংখ্যানে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের যে ভয়াবহ চিত্র উঠে আসছে, তার বেশির ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চালু করা নিষ্ফলা বিষয়ে পাস করা শিক্ষার্থী।

দেশে কর্মসংস্থানের মূল জোগানদাতা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা। তাঁদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি আবদুল মাতলুব আহমাদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে ছেলেটি সংস্কৃত, পালি, উর্দু কিংবা ফার্সিতে সবচেয়ে ভালো ফল করল, তাকে নিয়োগ দিয়ে বেসরকারি খাত কোনো কারখানার মেশিন চালাতে পারবে না। ব্যাংকগুলো তাকে নিয়ে বড় কোনো দায়িত্বে বসাতে পারবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোও তার অজানা। তাই এ ধরনের শিক্ষা আমাদের দেশে দরকার নেই।' বেসরকারি খাতের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর পরামর্শ দেন তিনি।

ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশেষায়িত কিছু বিষয়ে স্নাতক-স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করেছে। তবে এ সব বিষয় থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরাও যথাযথ খাতে নিয়োগ পায় না। ২০১২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিমিনোলজি (অপরাধবিদ্যা) নামে নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে। যেখানে অধ্যয়নরতদের অপরাধ, অপরাধীর আচরণ, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, দুর্নীতি, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিচারপ্রক্রিয়া সম্পর্কে পড়ানো হয়। মূলত পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিচারকদের জন্য এসব বিষয়ে পড়াশোনা জরুরি হলেও এই বিষয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের এসব চাকরিতে নিয়োগে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না।

আবার এমন বিষয়ও পড়ানো হচ্ছে যেগুলো থেকে পাস করলে শিক্ষকতা বা সরকারি চাকরি ছাড়া বেসরকারি খাতে নিয়োগ মেলে না। দেশের সব পাবলিক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অনুষদের উদ্ভিদবিদ্যার মতো বেশ কিছু বিভাগ রয়েছে, যেখান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের কলেজে শিক্ষকতা কিংবা সরকারি চাকরির বাইরে বেসরকারি খাতে নিয়োগ পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১